ব্রি ধান৬৮

উফশী চাষে দিলে মন
গুণে মানে পাবে ধন

ফ্যাক্ট শীটঃ বোরো ধানের জাত

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৬৮ এর কৌলিক সারি নং ইজ ৭৮৩০-১৬-১-৫-৩। সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে IR 68144 এর সাথে **BRRI dhan29** এর পশ্চাৎ সংকরায়ন (Back crossing) এবং বংশানুক্রম বাছাই (Pedigree selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। উক্ত কৌলিক সারিটি বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা পর কৃষকের মাঠে ফলন পরীক্ষায় সন্তোষজনক হওয়ায় বোরো মৌসুমের জাত হিসাবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। জাতটি জাতীয় বীজবোর্ড কর্তৃক বোরো মৌসুমে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য ২০১৪ সালে অনুমোদন লাভ করে।

ব্রি ধান৬৮

জাতের বৈশিষ্ট্য

- উচ্চ ফলনশীল।
- গাছের উচ্চতা ৯৫ সেমি।
- চাল মাঝারী মোটা।
- ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২৭.৪ গ্রাম
- ডিগপাতা খাড়া ও গাড় সবুজ রং।
- চালে প্রোটিন ৭.৭ ভাগ এবং এমাইলোজ ২৫.৭ ভাগ।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৬৮ জাতের জীবনকাল ব্রি ধান২৮ এর চেয়ে ৪-৫ দিন নাবি। ভাত ঝরঝরে, স্বাদ এবং অবয়বে বিআর১১ এর মত।

জীবনকাল: জাতটির গড় জীবনকাল ১৪৯ দিন।

ফলন: হেক্টর প্রতি গড় ফলন ৭.৩ টন। তবে উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ৯.২ টন পর্যন্ত ফলন দিতে পারে।

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি অন্যান্য উফশী বোরো ধানের জাতের মতই।

১. **বীজ তলায় বীজ বপন:** অগ্রহায়নের ১ তারিখ থেকে ১৫ তারিখ (১৫ই নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর)।

২. **চারার বয়স:** ৩৫-৪০ দিন।

৩. **চারার সংখ্যা:** প্রতি গুছিতে ২/৩টি।

৪. **রোপন দুরত্ব:** ২০সেমি ? ১৫সেমি।

৫. মাঝারী উচু থেকে উচু জমি এ ধান চাষের জন্য উপযুক্ত।

৬. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):**

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
৩৫	১৩	১৬	১৩	১.৫

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসটি, এমওপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট একসাথে প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১৫ দিন পর ১ম কিস্তি ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৫০-৫৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে।

৬. **আগাছা দমন:** রোপনের পর অন্তত ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনা:** কাইচথোর অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। তবে এডাব্লউডি পদ্ধতি ব্যবহার করা উত্তম।

৮. **রোগবালাই দমন:** ব্রি ধান৬৮ জাতে রোগবালাই ও পোকার আক্রমন প্রচলিত অন্যান্য জাতের চেয়ে অনেক কম। এ জাতের পাতা পোড়া, খোল পোড়া এবং ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। তবে রোগবালাই ও পোকার আক্রমনে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থা প্রয়োগ করা উচিত।

৯. **ফসল পাকা ও কাটা:** ধান কাটার উপযুক্ত সময় হলো ১-১৫ বৈশাখ (১৪এপ্রিল-২৮ এপ্রিল)।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd